উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ৪
সংখ্যা ১
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫

ঘাসফুল বার্তা

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

কুচকাওয়াজ ও ডিস-প্লে তে ঘাসফুল শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব

*২৬ মার্চ ২০০৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় কৃতিত্ব অর্জন করেছে ঘাসফুলের শিক্ষার্থীবৃন্দ। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত এম,এ, আজিজ স্টেডিয়ামে যুব ও শিশু-কিশোর সমাবেশ মার্চ পাষ্ট ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৪৭টি সংগঠন অংশগ্রহণ করে। এতে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আশরাফুল মকবুল, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, ড. সৈয়দ নেছার আহমদ রুমী, জেলা প্রশাসক চট্টগ্রাম। মার্চ পাষ্ট ও ডিসপ্লে এর দুটি শাখায় (ছোট ও বড় গ্রুপ) মোট নয়টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়। মনোরম ডিসপ্লের ছোট শাখায় অংশগ্রহণ করে ঘাসফুল দ্বিতীয় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেছে। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন বিভাগীয় কমিশনার। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করে ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থী মোঃ এয়াকুব আলী। অনুষ্ঠানে ঘাসফুলের পক্ষ থেকে স্পন্সর শিশুসহ মোট ৫০জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

ডান থেকে বিভাগীয় কমিশনারের হাত থেকে ডিসপ্লে তে ২য় স্থান অধিকারী ঘাসফুল এর পক্ষ থেকে একজন শিক্ষার্থী পুরস্কার নিচ্ছে। কুচকাওয়াজে ১ম স্থান অধিকারী ঘাসফুল শিক্ষার্থীদের মাঝে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও পটিয়ার ইউ.এন.ও। ছবি: জেবুন

*একই সাথে, পটিয়া উপজেলা পরিষদ ২৬ মার্চ ২০০৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করে পটিয়া কলেজ মাঠে। এতে কুচকাওয়াজ, ডিসপ্লে ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন পটিয়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শফিউল হক, প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য গাজী মোহাম্মদ শাহাজাহান জুয়েল। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ অংশগ্রহণ করে। ঘাসফুল কুচকাওয়াজে ১ম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে। পুরস্কার প্রদান করেন প্রধান অতিথি স্থানীয় সংসদ সদস্য গাজী মোহাম্মদ শাহজাহান জুয়েল। পুরস্কার গ্রহণ করেন ঘাসফুল ই.এস.পি এর পি.ও. রুপক শীল। কুচকাওয়াজ পর্ব শেষে ঘাসফুল ইএসপি স্কুলের ১০জন শিক্ষার্থী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য ঘাসফুলের শিক্ষার্থীরা তৃণমূল পর্যায়ের অনগ্রর জনগোষ্ঠির প্রতিনিধি।

ঘাসফুলের উদ্যোগে 'বিশ্ব নারী দিবস'০৫ উদ্‌যাপন

* নারীদের উপর সকল প্রকার সহিংসতা বন্ধ এবং নারী অধিকার আদায়ের জন্য বিশ্বের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে প্রতি বছরের মত এ বছরও ঘাসফুল পালন করলো বিশ্ব নারী দিবস'০৫। "এই হোক সকলের অঙ্গীকার, নারীর প্রতি সহিংসতা নয় আর" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঘাসফুল আয়োজন করেছে আলোচনা সভা ও কবি গানের।

'বিশ্ব নারী দিবস' এর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। ছবি: মিঠু

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ-

(৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাস্তুহারাতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ঘাসফুলের বস্ত্র বিতরণ

ঘাসফুলের উদ্যোগে নগরীর আগ্রাবাদস্থ বাস্তুহারা কলোনীতে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গত ৩ মার্চ ২০০৫ তারিখে

বস্ত্র বিতরণ করছেন ডঃ মোশারফ হোসেন

ঘাসফুল পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ প্রকল্প অফিসে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের দুর্যোগ এলাকায় উপকারভোগীদের মাঝে কাপড় বিতরণ করা হয়। এক অনাড়ম্বর অথচ স্বতস্ফুর্ত উক্ত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে দুঃস্থদের মাঝে শাড়ী বিতরণ করেন ঘাসফুলের নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি ডঃ

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঘাসফুলের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০৩ অনুষ্ঠিত

ঘাসফুলের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০৩ গত ২৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সংস্থার চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংস্থার

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০০৩-এ ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। কমিটির সাধারণ সম্পাদক আফতাবুর রহমান জাফরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সাধারণ পরিষদের সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

ঘাসফুল বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ কর্মীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

ঘাসফুল এর কর্মীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পুরস্কৃত করেছে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ মিলনায়তনে সংস্থার সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সংগঠনের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান-এ কর্মীদের হাতে সম্মাননা পদক ও পুরস্কারের অর্থ তুলে দেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান-এ পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মী। ছবি: শিপ্র

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি মবিলাইজারের পুরস্কার পেয়েছেন দেলোয়ারা বেগম। একই বিভাগের শ্রেষ্ঠ ধাত্রীদের মধ্যে পুরস্কৃত হয়েছেন নুর জাহান বেগম (১ম), মোর্শেদা বেগম (২য়), মোমেনা বেগম (৩য়)। শিক্ষা বিভাগের ঘাসফুল এন এফ পি ই স্কুলের শিক্ষিকাদের মধ্যে আয়েশা খাতুন (১ম), রেহানা বেগম (২য়) এবং নুরুন নাহার নার্গিস (৩য়) শ্রেষ্ঠ শিক্ষিকা হিসেবে পুরস্কার লাভ করেছেন। লাইভলীহুড বিভাগের শ্রেষ্ঠ সহকারী কর্মকর্তার পুরস্কার পেয়েছেন তাজুল ইসলাম খান এবং শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি মবিলাইজারের মধ্যে পুরস্কার পেয়েছেন দিলরুবা সুলতানা (১ম), মর্জিনা বেগম (২য়), শংকরী বসাক (৩য়), তাজমহল বেগম (৪র্থ) ও জাহানারা আহমেদ (৫ম)। ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা এবং চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরাণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের সদস্যগণসহ ঘাসফুলের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

জি ই ডি পি উদ্যোক্তাদের দলীয় সভা অনুষ্ঠিত

ঘাসফুল এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (জিইডিপি) আওতায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের নিয়ে এক দলীয় সভা গত ১৬ জানুয়ারী লাইভলীহুড বিভাগের হল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উদ্যোক্তাগণ জিইডিপিতে সদস্য নির্বাচন পদ্ধতি, উদ্যোক্তা নির্বাচন, স্বল্প পুঁজি, সঞ্চয় ও ঋণের পরিমাণ, কিস্তির সময়সীমা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে। আলোচনায় সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আবু করিম ছামিউদ্দীন। তিনি জিইডিপি নীতিমালা সম্পর্কে উপস্থিত সকলের সাথে মত বিনিময় করেন। সদস্যরা ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা ও অতিমাত্রায় প্রাতিষ্ঠানিকীকরনের সমালোচনা করেন। ঘাসফুলের পক্ষ থেকে বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেয়া হয়।

দলীয় সভায় উপস্থিত উদ্যোক্তাগণ

সহিংসতা রোধে কাজ করছে ওয়াচ গ্রুপ

ঘাসফুল নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১২টি ওয়ার্ডে গত তিনবছর যাবৎ কমিউনিটি ভায়োলেন্স ওয়াচগ্রুপ পরিচালনা করে আসছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতনতা জোরদার, মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং নির্যাতিত অসহায় নারীরা যাতে আইনি সহায়তা লাভ করতে পারে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ওয়াচগ্রুপের সদস্যরা গত ২৯শে মার্চ বৈঠকে মিলিত হয়ে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। ঘাসফুল ওয়াচগ্রুপের সদস্যরা সর্বদাই তাদের এলাকা পর্যবেক্ষণ করেন এবং কোন সমস্যা পেলে তা ঘাসফুলকে অবহিত করে। তাছাড়া আইনি সহায়তার প্রয়োজন পড়লে মানবাধিকার সংস্থা ব্লাস্ট এর মাধ্যমে তা সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত ওয়াচগ্রুপের সদস্যরা বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক, তালাক ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করেছে।

সাদিয়া বৃত্তি পেয়েছে

ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরানের নাতনী এবং ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর একমাত্র কন্যা সাদিয়া রহমান ২০০৪ সালে ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়েছে। সে বর্তমানে রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজে ৯ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। সাদিয়া সকলের দোয়াপ্রার্থী।

বস্ত্র বিতরণ (১ম পৃষ্ঠার পর)

মোশারফ হোসেন। লাইভলীহুড বিভাগের কো-অর্ডিটের সাখাওয়াত হোসেনের পরিচালনায় উক্ত সভায় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে অর্থ ও প্রশাসন প্রধান মফিজুর রহমানসহ অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি তাঁর বক্তৃতায় ঘাসফুলের চলমান কার্যক্রমের মাধ্যমে অতীতের মত ভবিষ্যতেও দুঃস্থদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। প্রসঙ্গত, ঘাসফুলের কর্ম এলাকা আগ্রাবাদস্থ বাস্তহারা কলোনীতে গত ১৩ জানুয়ারী এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে প্রায় ৬০টি দোকানসহ ৪০০ বস্তিঘর পুড়ে যায়। এতে প্রায় ১৫০০ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অগ্নিকান্ডে ঘাসফুলের লাইভলীহুড কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত প্রায় ৫৫ জন উপকারভোগী মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংস্থার নিজস্ব উদ্যোগে এসব উপকারভোগীদের একটি করে শাড়ী বিতরণ করা হয়।

বই বিতরণ (৮ম পৃষ্ঠার পর)

বিভাগের ব্যবস্থাপক বেদৌরা বেগম এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিক্ষাবিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা। অনুষ্ঠানের শুরুতে আলোচনা পর্বে অতিথি মো: শওকত আলী বলেন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য পরিচালিত ঘাসফুলের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। যার অবদান হিসাবে আজকের এই বই বিতরণ অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি জনাব ফরিদ আহমদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, বই বিতরণ অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারী স্কুলের পাশাপাশি ঘাসফুল স্কুল পরিচালনা করছে বলে সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। ঘাসফুল যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে তাতে করে আগামীতেও বই প্রাপ্তিতে সরকারী সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি আফতাবুর রহমান জাফরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ২০০৩ সাল থেকেই ঘাসফুল স্কুলের শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে সরকারী বই পেয়ে আসছে। তবে, এবছর উপ-পরিচালক মহোদয় উপস্থিত থেকে বই বিতরণ করা আমাদের জন্য আনন্দের ও সম্মানের। তিনি বলেন, সরকারের সহযোগিতা নিয়ে আমাদের সার্থকতা, কাজেই ভবিষ্যতেও এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি উপস্থিত শিক্ষার্থীদেরকে ভালভাবে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। আলোচনা শেষে প্রধান অতিথিসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দেন। পরিশেষে শিক্ষার্থীদের সমবেত সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য, ঘাসফুল পরিচালিত স্কুলের মোট ৬৩০ জন শিক্ষার্থীর জন্য এ বছর ২য় ও ৩য় শ্রেণীর যথাক্রমে ৩৬০ সেট ও ২৭০ সেট বই সংশ্লিষ্ট থানা শিক্ষা অফিস হতে গত ৭ ফেব্রুয়ারী'০৫ সংগ্রহ করা হয়।

গ্রামফুল বার্তা

বর্ষ ৪, সংখ্যা ১, জানুয়ারী-মার্চ '০৫

কোরআনের বাণী

"তারা তোমাকে প্রশ্ন করে তারা কী ব্যয় করবে? বলো তোমরা যা ব্যয় করবে তা হবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরদের জন্য। আর তোমরা যে কোনো সৎকাজ কর না কেন আল্লাহ্ তা ভালোভাবে জানেন।" (সূরা - বাকারা, আয়াত - ২১৫)

নারী উন্নয়নে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ

গত ৮ মার্চ বিশ্বব্যাপী পালিত হল 'আর্ন্তজাতিক নারী দিবস'। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়- "এই হোক সকলের অঙ্গীকার, নারীর প্রতি সহিংসতা নয়।" জাতিসংঘ ঘোষিত,'সহস্রাব্দ উন্নয়ন' লক্ষ্যের প্রথম ধাপ হল '২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বের দারিদ্র সীমাকে অর্ধেকে নামিয়ে আনা'। এ লক্ষ্যে পৌছাতে হলে বিশ্বের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক জনশক্তি নারীকে সাথে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। দেশে অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে নারীর অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। আবার এ নারীরাই নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিগৃহীত। বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নকামী দেশগুলোতে নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সর্বস্তরে অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের চিত্র যে কতটা করুণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শুধু মাত্র নিম্নবিত্ত পরিবারেই নয়, সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীতেও নারী অধিকার আজ ভূলুন্ঠিত। পরাধীনতার শৃংখলা থেকে আমরা আজ বের হতে পারিনি। আমাদের মানসিকতা আজও স্বাধীন হয়নি। আজো আমরা মুক্ত হতে পারিনি কুসংস্কার থেকে। সমাজের এ চিত্র পরিবর্তন করতে প্রয়োজন নারী পুরুষের সম্মিলিত উদ্যোগ। কুসংস্কারের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে উন্মেষ ঘটাতে হবে চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকে আত্মসম্মানের তাগিদে সমানাধিকারের যুদ্ধে যোগ দিতে হবে। অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে নারীকে হতে হবে আত্মনির্ভরশীল। আর এজন্য প্রয়োজন জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়া। নারীর প্রতি সকল বৈষম্য, অবহেলা দূরীকরণ এবং নারীকে মর্যাদাসম্পন্ন করে যথার্থই সম্পদে পরিণত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের আরো দায়িত্বশীল হওয়া দরকার। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে নারী উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন সম্ভব।

নিবন্ধ

"জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ" ২০০৫

মো: সাখাওয়াৎ হোসেন মজুমদার (কো-অর্ডিনেটর, ঘাসফুল)

সারা বিশ্বে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উদ্ভাবক হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃত। তাই বাংলাদেশের একজন নাগরিক হয়ে আমরা গর্বিত। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বিশ্বের অতি দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত জনসংখ্যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনার সহস্রাব্দের লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহার যোগ্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের অখন্ড অংশ হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণকে আখ্যায়িত করেছেন। জাতিসংঘে ঘোষিত আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্র ঋণ বর্ষ ২০০৫ উপলক্ষে বিশ্ব ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুছ সর্ব প্রথম চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে পরিচালিত পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্রের জন্য টেকসই ঋণ কার্যক্রমের মুখ্য বৈশিষ্ট্য সমূহকে চিহ্নিত করেন এবংসত্তরের দশকে এ কার্যক্রমকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় "গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প" নামে সম্প্রসারিত করেন যা পরবর্তীতে আশির দশকে তার নেতৃত্বে বিশ্বখ্যাত গ্রামীণ ব্যাংক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

বাংলাদেশে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নেটওয়ার্কিং প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্রেডিট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (CDF) ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করে থাকে। CDF এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট বিতরণকৃত ক্ষুদ্রঋণের ৪৫%ও ৩০% যথাক্রমে ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিবহন এবং কৃষিখাতে বিনিয়োজিত হয়েছে। ১৯৮০ এর দশকে ক্ষুদ্রঋণের প্রারম্ভিক প্রসারকালে মৎস্য ও পোল্ট্রির মত সনাতন খাত সমূহ ছিল দরিদ্রদের আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রধান ক্ষেত্র। বর্তমান ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন এ সংক্রান্ত প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জাতীয় আয়ের কাঠামোতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। এ সময়ে অভ্যন্তরীন জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান ৫০% থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২৪% -এ। অপরদিকে সেবা খাতের অবদান ৩৪% হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০% এ দাঁড়িয়েছে। জাতীয় আয়ে কৃষি হতে বিগত বৎসরগুলোতে ক্ষুদ্রঋণের সরবরাহ অব্যাহত বৃদ্ধি ব্যাপক সংখ্যক দরিদ্রদের শহর ও গ্রামে ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ বিভিন্ন সেবাখাতে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডের অংশগ্রহণে সহায়ক হয়েছে।

বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে এরূপ দেশ এবং উন্নয়নমুখী আন্ত র্জাতিক সংস্থার (বহু পাক্ষিক, দ্বি-পাক্ষিক ও বেসরকারী) সংখ্যা বিরল যারা ক্ষুদ্রঋণের প্রসারকে অগ্রসর করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত নয়। আশা করা যাচ্ছে ২০০৫ সনের মধ্যে সারা বিশ্বের ১০ কোটি অতি দরিদ্র পরিবার ক্ষুদ্রঋণ সেবার আওতায় আসবে। এতে বিশ্বের ১১০ কোটি অতি দরিদ্রদের মধ্যে ৫০ কোটি সরাসরি উপকৃত হবে। "জাতিসংঘ মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ"(MDGs) , বিশেষত ঃ ২০১৫ সনের মধ্যে বিদ্যমান অতি দরিদ্রের মাত্রা অর্ধাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনে উন্নয়নকামী গোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রঋণের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘ ২০০৫ সনকে "জাতিসংঘ ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ" হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে।

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৫টি মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫ পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এর উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১ MDG অর্জনে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অংশগ্রহণকে মূল্যায়ন ও উৎসাহিত করা।

২. ক্ষুদ্রঅর্থায়ন ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ হিসেবে বিবেচনা করে জনমত গঠন করা এবং উপলব্ধি করা।

৩. সংশ্লিষ্ট আর্থিক খাতসমূহের প্রসার করা।

৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা স্থায়িত্বের টেকসই উন্নয়নের মূল্যায়নকে সমর্থন করা। আর্থিক সেবাসমূহের টেকসই মূল্যায়নে সহযোগিতা করা।

৫. ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র কার্যক্রমের সফলতা এবং অর্জনকে প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের প্রসার এবং ধারণাগত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নতুন অংশীদার এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহ প্রদান করা।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশের হত দরিদ্রদের দরিদ্রসীমার উপরে আসার পথকে সুগম করেছে তাই বাংলাদেশে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫ উদ্‌যাপন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও যথারীতি পালন করেছে। তন্মধ্যে রয়েছে :

জাতীয়ভাবে ১৫ জানুয়ারী ২০০৫ খৃষ্টাব্দ তারিখে "জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫" উদ্বোধন। এটি বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করার পাশাপাশি এতদবিষয়ক স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্ত করেন।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫ উদ্‌যাপন বিষয়ক, পোষ্টার, লিফলেট, ষ্টিকার প্রকাশ ও বিলি করা হবে।

এতদোপলক্ষে "State of Microcredit " শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫ উদ্‌যাপনের অনুষ্ঠানের দিন জাতীয় বাংলা ও ইংরেজী পত্রিকা বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে। বর্ষব্যাপী জাতীয় পত্রিকাসমূহে বিশেষ বুলেটিন, রিপোর্টিং, Write-up, ফিচার নিয়মিত প্রকাশ করা হবে।

বর্ষব্যাপী উপকারভোগী ও অন্যান্য Stake-holder -দের নিয়ে সভা করা হবে।

জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্রসহ স্যাটেলাইট / Media তে Talk Show, ফিচার, মাইক্রোক্রেডিট এর সাফল্য প্রচার করা হবে।

ক্ষুদ্রঋণ গ্রহিতাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মেলা আয়োজন করা হবে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমভুক্ত সফল প্রতিষ্ঠান ও ক্ষুদ্রঋণ গ্রহিতাদের কর্মকান্ড প্রকাশনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এতদোপলক্ষে রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সকল ব্যবস্থাপক/মাঠকর্মী ও ঋণগ্রহীতাসহ অন্যান্য সফল ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রণিতব্য ২০০৫ সনের ডায়রী, ক্যালেন্ডার, খাম ও প্যাড ইত্যাদিতে "জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫" সম্পর্কিত শ্লোগান থাকবে।

জাতীয় কমিটি উপরোক্ত কর্মসূচীসমূহ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। জাতীয় কমিটির আওতায় এ বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটিদ্বয় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে র‌্যালি সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রামাণ্য চিত্র, অডিও-ভিডিও শো ইত্যাদি আয়োজন করবে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ এ বর্ষ উপলক্ষে তাদের নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করবে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ উদ্‌যাপনের জন্য২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর আহবায়ক হচ্ছে ডঃ সালেহ উদ্দীন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক পি,কে, এস,এফ। বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রধান বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারী উচ্চ পর্যায়ের সচিব, ব্যাংক কর্মকর্তারা ও রয়েছেন।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জন্মান্ধ নুর মোহাম্মদ ও সম্বেহের-এর জীবন সংগ্রাম

মোহাম্মদ সেলিম

চাঁদপুরের বালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন নুর মোহাম্মদ। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সে জন্মান্ধ। বেঁচে থাকার কঠোর সংগ্রামে নিজেকে জড়িয়েছেন শৈশব থেকেই। জন্মান্ধ হয়েও বাবা-মার বোঝা হয়ে উঠতে চাননি। শৈশবেই পিতাকে মাঠের কাজে সহযোগিতা করতেন নুর মোহাম্মদ। শৈশব, কৈশোর পেরিয়ে একসময় যৌবনে পদার্পন করলেন তিনি। বাবা-মা'র আগ্রহে একই গ্রামের সম্বেহের এর সাথে বিয়ে হল নুর মোহাম্মদের। বিয়ের পরই আর্থিক টানাপোড়েন শুরু হল সংসারে। দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করা তার জন্য অনেক কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে এবং নিয়মিত কাজ পাবার আশায় ১৯৭৪ সালে দিকে বাবা-মার ভিটে ত্যাগ করে তিনি পাড়ি জমান বন্দর নগরী চট্টগ্রামে। সেসময়ে মাত্র ২২ টাকা পুঁজি নিয়ে জীবন সংগ্রাম শুরু করলেন নুর মোহাম্মদ। এ সামান্য পুঁজিতে ছোটখাটো একটি বইয়ের দোকান খুলে বসলেন তিনি। ইতোমধ্যে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে তাদের সংসার আলো করে জন্মাল প্রথম সন্তান। অজ্ঞতা এবং ধর্মভীরুতার কারনে জন্ম নিল পরপর ছয়টি সন্তান। তন্মধ্যে পাঁচটি মেয়ে এবং একটি ছেলে। জীবনযুদ্ধ আরো বেড়ে গেল। উপার্জনের তুলনায় জীবনযাত্রায় ব্যয় বেশী হবার দরুণ আট সদস্য বিশিষ্ট সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তার। এদিকে বড় মেয়েও বিবাহযোগ্য হওয়ায় এতদিনের তিলতিল করে জমানো সঞ্চয় ও ধার কর্জের মাধ্যমে ২০০৪ সালে মেয়ের বিয়ে দিলেন নুর মোহাম্মদ ও সম্বেহের। দারিদ্রতার কারণে একমাত্র ছেলেকে

বই বিক্রি করছে নুর মোহাম্মদ — ছবি : আজুল ইসলাম খান

স্কুলে না পাঠিয়ে, পাঠিয়ে দিলেন Technical কাজ শেখার জন্য। মূলধনের অভাবে ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে তার বইয়ের দোকান ও অন্যান্য ছোটখাটো ব্যবসা। এমতাবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়লেন সম্বেহের ও নুর মোহাম্মদ। দিনে একবেলা খাবার যোগাড় করাও তার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এলাকার লোকজনের কাছ থেকে জানতে পারলেন, তাদের মতো হতদরিদ্র লোকদের চলার পথে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ঘাসফুল। সম্বেহের যোগাযোগ করলেন ঘাসফুলের লাইভলীহুড বিভাগের কমিউনিটি মবিলাইজার মাহবুবা ইউনুসের সাথে। তার পরামর্শে তিনি সমিতির সদস্য হন এবং প্রথমবারেই সম্বেহের ৭০০০টাকা ঋণ গ্রহন করেন এবং পুনরায় ব্যবসা চালু করার জন্য স্বামীর হাতে এই টাকা তুলে দেন। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে তাদের সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরে আসল এবং সঞ্চয় ও বাড়তে লাগল। ঘাসফুলের ঋণ শোধ করার পাশাপাশি এখন তার মূলধন জমেছে ৫০০০টাকা। সাংসারিক কার্যক্রমের পাশাপাশি কিছু সামাজিক কর্মকান্ডে ও নিজেকে জড়িত করলেন ৪৫ বছর বয়স্ক নুর মোহাম্মদ। তিনি এখন প্রতিবন্ধী কল্যাণ সক্রিয় সদস্য। তাদের সংসার এখন মোটামুটি সচ্ছল। তাই সে ঘাসফুলের কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ। এ অবস্থায় তার চাওয়া-পাওয়া কি? জানতে চাইলে সম্বেহের ও নুর মোহাম্মদ সমস্বরে বললেন, "যদি আমার এ জীবন সংগ্রাম টিভির মাধ্যমে সারা দেশবাসীকে জানাতে পারি, তাহলে আমার মতো হাজার হাজার প্রতিবন্ধী উদ্বুদ্ধ হবে এবং সংগ্রামে আরো এগিয়ে যাবে"।

বীমা দাবী পরিশোধ"

*মানব সেবাই ধর্ম। আর সেই সেবা যদি মরনোত্তর হয় তবেইতো সেবার সার্থকতা প্রকাশ পায়। এই নীতিকে সামনে রেখে ঘাসফুল তার নিয়মিত সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের আওতায় চালু করেছিল ঋণের বিপরীতে বীমা কর্মসূচী। যার ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময়ে ঘাসফুল তার উপকারভোগীদের বীমা দাবী পরিশোধ করে আসছে। সেই রকম আরেকটি বীমা দাবী পরিশোধ করেছিল গত ১৫ ফেব্রুয়ারী। আরতী দাশের উত্তরাধিকারী একমাত্র সন্তান কল্যাণ কান্তি দাশ ঘাসফুল অফিসে এসে বীমার টাকা গ্রহন করেন। একই সাথে ঘাসফুল মওকুফ করেছে সংস্থায় তার ঋণের ৬৪৭৫ টাকা। উল্লেখ্য, এক বছর আগে মধ্যম হালিশহরস্থ ঘাসফুলের ২৯৪ নং দলে ভর্তি হয়ে তিলে তিলে সঞ্চয় করেছিলেন আরতী রানী দাশ। গত ২৯.১.০৫ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

নমিনীর হাতে বীমার টাকা তুলে দিচ্ছেন লাইভলীহুড বিভাগের প্রধান।

*গত ১৫ জানুয়ারী ঘাসফুলের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত সমিতির এক সদস্যের মৃত্যুতে তার নমীনীর হাতে বীমার টাকা তুলে দেয়া হয়েছে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। কর্মী সুপ্রিয়া চৌধুরীর ৭৩(ক) নং সমিতির ৩৮নং সদস্য মৃত দেবী বড়ুয়ার নমিনী (স্বামী) অমলেন্দু বিকাশ বড়ুয়ার হাতে লভ্যাংশসহ সঞ্চয়কৃত মোট ১৭৭১ টাকা তুলে দেন লাইভলীহুড বিভাগের প্রধান সাখাওয়াত হোসেন। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে লাইভলীহুড বিভাগের ব্যবস্থাপক আবেদা বেগম, হিসাব বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক স্মৃতি চৌধুরী, সহকারী কর্মকর্তা টুটুল কুমার দাশ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, দেবী বড়ুয়া গত ২৬ নভেম্বর'০৪ মারা যান।

বৃত্তি পেল ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের শিক্ষার্থীরা

আব্দুল্লাহ আল মামুন, রাশেদুল ইসলাম ও গোলাম নুর আতিক (বাম দিক থেকে)

চট্টগ্রাম কিন্ডার গার্টেন এন্ড স্কুল এসোসিয়েশন আয়োজিত 'মেধাবৃত্তি পরীক্ষা ২০০৪'এ ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ৩ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে দুইজন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে একজন। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হল, আবদুল্লাহ আল মামুন-দ্বিতীয় শ্রেণী, রাশেদুল ইসলাম-প্রথম শ্রেণী এবং গোলাম নূর আতিক-প্রথম শ্রেণী।

আসুন মামলা নয়, সালিশের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিস্পত্তি করি।

প্ল্যান বাংলাদেশের সাথে মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ১২ জানুয়ারী ঘাসফুল প্রকল্প কার্যালয়ে প্ল্যান বাংলাদেশের সাথে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার মুল উদ্দেশ্যে ছিল চট্টগ্রাম বিভাগে শিশু ও কিশোর/কিশোরী ইস্যুতে কর্মরত সংগঠনসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়। প্ল্যান বাংলাদেশ তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারনের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে এ ধরনের মত বিনিময়ের উদ্যোগ নেয়। সভায় প্ল্যান বাংলাদেশ এর স্পন্সরশীপ এন্ড গ্র্যান্টস্ সাপোর্ট ম্যানেজার জনাব কাজী নবীউল হক উপস্থিত ছিলেন।

প্লান বাংলাদেশের সাথে মত বিনিময় সভায় উপস্থিত এন.জি.ও প্রতিনিধিগণ

ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে চট্টগ্রাম শহরে শিশু ও কিশোর-কিশোরী ইস্যুতে কর্মরত মোট ২৩টি এনজিও সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সংস্থাগুলো হল ইপসা, বিটা, সিডব্লিইএফডি, ওয়াচ, উৎস, গ্রীন বাংলাদেশ, বাঁধন, নওজোয়ান, সমতা, সংশপ্তক, কোডেক, মমতা, ইমেজ, সেপ, বর্ণালী ও আইএসডি।

"বিশ্ব নারী দিবস" পালন (১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিচালক সৈয়দা ফেরদাউস আকতার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ এর প্রধান নির্বাহী হাফিজুল ইসলাম নাছির, ৮নং ওয়ার্ড এর মহিলা কমিশনার হাছিনা জাফর, আলোসিড়ি ক্লাব এবং আন্তরাজিলা মালামাল পরিবহন সংস্থা ও ট্রাক মালিক সমিতির সভাপতি হাজী শওকত আলী এবং পটিয়া উপজেলার ৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুর আলী চৌধুরী। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা শামসুন্নাহার রহমান পরান। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঘাসফুল এর নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি বলেন এবারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে নারীর উন্নয়ন আর ঘাসফুল এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কাজ করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং ভবিষ্যতেও চালিয়ে যাবে। বিশ্ব নারী দিবস'০৫ এর ধারণা পত্র উপস্থাপন করেন ঘাসফুল এর লাইভলীহুড বিভাগের ব্যবস্থাপক আবেদা বেগম। বিশেষ অতিথি হাজী শওকত আলী নারীদের ঘরের মধ্যে আর আবদ্ধ না থেকে শিক্ষিত এবং সচেতন হতে আহবান জানান। তিনি নারী শিক্ষা-স্বাস্থ্য, নারী অধিকার এবং নারী উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঘাসফুলের প্রসংশা করে ধন্যবাদ জানান। বিশেষ অতিথি হাফিজুল ইসলাম নাসির বলেন, সরকার এস.এস.সি. পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করেছেন আর আমাদের মা-বোনদের এই সুযোগ কাজে লাগানো উচিত যাতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজেদের সমস্যা তারা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। তিনি নারী উন্নয়ন মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঘাসফুলের প্রসংশা করেন। বিশেষ অতিথি হাসিনা জাফর সবাইকে সালাম জানিয়ে বলেন নারীদের প্রতি সহিংসতা বন্ধ করতে হবে কারণ নারী হয়ে কেউ অপরাধ করেনি। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, নারীর অংশগ্রহণ আজ সর্বত্র কিন্তু তারপরেও নারীরা পিছিয়ে আছে, অভিষ্ট লক্ষে পৌছতে পারেনি কারণ নারীদের আরো যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং কর্তব্য পরায়ণ হতে হবে। যদি তারা এই যোগ্যতা গুলো অর্জন করতে পারে তবেই তারা অধিকার অর্জন করতে পারবে। অনুষ্ঠানের সভাপতি ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান চেয়ারম্যান মিসেস শামসুন্নাহার রহমান পরান বলেন, ৩৬৫ দিনের মধ্যে বিশেষভাবে আজকের দিনটি মহিলাদের। এই দিনকে সামনে রেখে তিনি মহিলাদের শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও অধিকার সচেতন হওয়ার জন্য বলেন কেননা বর্তমানে এইডস রোগের শিকার হিসাবে নারীরা বেশী ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব পরিহার করে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান। আলোচনা সভা শেষে দ্বিতীয় পর্বে কবি গানের আয়োজন করা হয়। মনোজ্ঞ কবি গান পরিবেশন করেন কবিয়াল ইউসুফ। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন"ঘাসফুলের অর্থ ও প্রশাসন বিভাগেরপ্রধান মফিজুর রহমান, , MIS বিভাগের প্রধান আবু জাফর সরদার, GKNHRIB বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ আরিফ এবং আরো অনেক কর্মকর্তা কর্মচারী ও সুবিধাভোগি, এলাকার স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ সহ সহস্রাধিক লোকজন। অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনা করেন শিক্ষা বিভাগের প্রধান আনজুমান বানু লিমা।

পটিয়ায় নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে র‍্যালী

*একই সাথে, ঘাসফুল-ব্লাস্ট এর যৌথ প্রকল্প ডেডার, নলেজ, নেটওয়ার্কিং এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন্টারভেনশন ইন বাংলাদেশ এর তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আতাতোষ চৌধুরী (নুনা) মেঘারের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পটিয়ার ৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব নুর আলী চৌধুরী। পটিয়া উপজেলার ৪নং কোলাগাঁও ইউনিয়নের লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রধান অতিথি উপস্থিত সকলকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস বিষয়ে ধারণা দিয়ে বলেন, 'শুধু দিবস পালনের মধ্যে আমাদের নারী অধিকারকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। এর যথাযথ বাস্তবায়ন হতে হবে। নারীর অধিকার বিষয়ে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখাসহ সকলকে ঐকবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে, তাহলেই নারী তার অধিকার পাবে সে সাথে ক্ষমতাবান হবে, সালিশে নারীরা কথা বলতে পারবে ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী নাগরিক অধিকার কমিটি ও নারী সহায়তা গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে যারা বক্তব্য রাখেন তারা হলেন, -সর্বজনাব আবুর বশর সওদাগর, হাজী আইয়ুব আলী, রোজী আকতার, জান্নাতুল ফেরদৌস, সুফিয়া বেগম, রহিমা খাতুন, নুরুল হক মাঝি এবং মহিলা ইউপি মেম্বার খায়েরুননেছা। আলোচনা সভার শেষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী লাখেরা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে শুরু হয়ে আরাকান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে এসে শেষ হয়। এই র‍্যালী শেষে সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ সকলকে ঘাসফুল ও ব্লাস্টের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

- স্বাস্থ্য সেবা ঃ জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত গত ৩ মাসে স্থায়ী ক্লিনিকের ১৬ টি সেশন ও ২৫টি স্যাটেলাইট সেশনে মোট ১৩০৭ জনকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়। এর মধ্যে শিশু ২১৪ জন, পুরুষ ১৬ জন ও মহিলা ১০৭৭ জন।
- ইপিআই ঃ ইপিআই কর্মসূচীর অধীনে এসময়ে ৩৭৫ জন নারী টিকা গ্রহণ করেন এবং একই সময়ে ৬৭৮ জন শিশুকে টিকা দেয়া হয়। এর মধ্যে ৪৮০ জন শিশুকে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।
- পরিবার পরিকল্পনা ঃ এ সময়ে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন ২৬১৬ জন দম্পতি। এদের মধ্যে নারী ১৯৪০ জন এবং পুরুষ ৬৭৬ জন। তাদের মধ্যে ঘাসফুল ক্লিনিক থেকে ২০০ জন জন্মবিরতিকরণ ইনজেকশন এবং ২৮ জন আইইউডি পদ্ধতিগ্রহণ করেছে। পাশাপাশি স্থায়ী বন্ধ্যাকরণের জন্য ১০ জনকে ঘাসফুল থেকে অন্যত্র রেফার করা হয়েছে।
- নিরাপদ প্রসব ঃ গত ৩ মাসে প্রশিক্ষিত ধাত্রীদের সহায়তায় ৩০৬ জন নবজাতকের জন্ম হয়েছে। এর মধ্যে ১৮৭ জন ছেলে ও ১১৯ জন মেয়ে।
- গার্মেন্টসে স্বাস্থ্যসেবা ঃ ২৫টি গার্মেন্টসে ৪৯৭১ জন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয় এ সময়ে। এর মধ্যে ৪০১৯ জন নারী এবং ৯৫২ জন পুরুষ।
- গ্রুপ মিটিং ঃ এ ৩ মাসে স্বাস্থ্য বিষয়ক মোট ৮টি গ্রুপ মিটিং হয়েছে যেখানে মোট ১৪৬ জন নারী অংশগ্রহণ করেছে।
- টিবিএ কর্মশালা ঃ গত ৩০ মার্চ প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের টিবিএদের নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ২৮ জন টিবিএ অংশগ্রহণ করে। ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন স্বাস্থ্যবিভাগের ব্যবস্থাপক বেদৌরা বেগম। এতে মা ও শিশু স্বাস্থ্যসহ পরিবার পরিকল্পনা ও অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রশিক্ষণ-কর্মশালা

ভিতরে :

❋ গত ১০ ফেব্রুয়ারী'০৫ পটিয়া এরিয়া অফিসে একই এলাকার ৬টি সমিতির ১৯জন সদস্য নিয়ে দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে সমিতি কি, এর প্রয়োজনীয়তা কি, সমন্বয় ও এর গুরুত্ব, ঋণ নীতিমালা, খেলাপী হলে ক্ষতি কি ও এর প্রতিকার, বীমার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়।

❋ ১০ মার্চ লাইভলীহুড হল রুমে দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক ছিলেন গোলাপ ফেরদৌস ও সাইদুর রহমান। এতে ঘাসফুল পরিচালিত সমিতির মোট ২৩ জন নতুন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

❋ লাইভলীহুড বিভাগের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে কাঙ্খিত ফল অর্জনের জন্য গত ৮ *ফেব্রুয়ারী দল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।* সমিতির পুরাতন ও নতুন দলের মোট ৩০ জন অংশগ্রহণকারী এতে অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষক হিসাবে ছিলেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা গোলাপ ফেরদৌস।

❋ স্পন্সরশীপ চাইল্ড ম্যাসেজ কালেকশন ওয়ার্কশপ গত ৩ মার্চ ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারী ছিল ১২ জন। কর্মশালায় চলতি পিরিয়ডের নির্ধারিত থীমের উপর স্পন্সর শিশুদের ছবি আঁকার বিষয়বস্তু ও প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, বর্তমানে ঘাসফুল স্পন্সরশীপের আওতায় মোট ৮০৮ জন শিশু আছে বছরে ২বার এসব শিশুদের আঁকা ছবি ও তথ্য স্পন্সরদের কাছে প্রেরণ করা হয়। কর্মশালাটি পরিচালনা করেন শিক্ষাবিভাগের সহকারী কর্মকর্তা (স্পন্সরশীপ) জেবুন্নেসা।

❋ গত ২০মার্চ হাটহাজারী এরিয়া অফিসে সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৬ টি সমিতির মোট ২৯ জন সদস্য এতে অংশগ্রহণ করে। এটি লাইভলীহুড বিভাগের একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম যার মধ্যে সমিতি পরিচালনা, সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষভাবে করার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়া হয়। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন আবু করিম ছামিউদ্দিন।

❋ গত ২২-২৮ ফেব্রুয়ারী'০৫ পর্যন্ত ঘাসফুল পরিচালিত এন.এফ.পি.ই. স্কুলের শিক্ষিকাদের ৬ দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারী সংখ্যা ছিল ১৩ জন।

❋ ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩ দিনব্যাপী কিশোর কিশোরীদের বুক বাইন্ডিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে সম্পন্ন হয়। এতে প্রশিক্ষনার্থী ছিল ১৫জন কিশোর-কিশোরী।

বাইরে :

❋ ৩থেকে ৬ জানুয়ারী ঢাকায় পিকেএসএফ ভবনে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করে লাইভলীহুড বিভাগের সুপারভাইজার মো: মিনহাজ উদ্দিন খাঁ।

❋ ১১ থেকে ১৮ জানুয়ারী পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ডে) অনুষ্ঠিত হয় "দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ। এতে অংশগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের কমিউনিটি মবিলাইজার কুমকুম বড়ুয়া।

❋ ৭ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় পিকেএসএফ ভবনে অনুষ্ঠিত "সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ " বিষয়ক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা মো: সেলিম।

❋ ১২ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারী পিকেএসএফ ও *সিডিএফ আয়োজিত সিডিএফ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত* টিওটি তে অংশ নেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আবু করিম ছামি উদ্দীন।

❋ এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ - এর স্পন্সরশীপ ইউনিট আয়োজিত "পিআরআরপি অন স্পন্সরশীপ" এ অংশ নেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী এবং শিক্ষাবিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আনজুমান বানু লিমা।

❋ ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারী কুমিল্লা বার্ডে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল GKNHRIB প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ, অফিস সহকারী কাম হিসাব রক্ষক সাইফুদ্দীন আহমেদ ও সালিশ কর্মী মো: জালাল।

❋ ২৬ ফেব্রুয়ারী থেকে ১ মার্চ পিকেএসএফ ও সিডিএফ আয়োজিত সিডিএফ ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত টিওটি তে অংশ নেন লাইভলীহুড বিভাগের সহকারী কর্মকর্তা টুটুল কুমার দাশ।

❋ ১৯ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত বেলা আয়োজিত "Environment & Environmental Law" বিষয়ক ট্রেনিং এ অংশ নেন ঘাসফুল GKNHRIB প্রকল্পের সহকারী সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আরিফ।

র‍্যালী ও পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে ভাষা শহীদদের স্মরণ

অমর একুশে উদ্‌যাপন ও ৫২ এর ভাষা শহীদের স্মরণে ঘাসফুলের উদ্যোগে মোঘলটুলীতে র‍্যালী ও সবকারী কমার্স কলেজ শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। AAB এর অর্থায়নে ঘাসফুল পরিচালিত আবিদুরপাড়া ও মোগলটুলী উন্নয়ন কেন্দ্রের নেতৃত্বে উপকারভোগী সদস্য কিশোর-কিশোরী এবং স্থানীয় জনগণ মহান একুশের ভাষা শহীদদের স্মরণে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করে। র‍্যালী শেষে তারা শহীদ মিনারে পুস্পস্তবক অর্পন করে। অতঃপর মোঘলটুলী উন্নয়ন কেন্দ্রে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উন্নয়ন কেন্দ্রের সদস্যগণ ভাষা শহীদদের নিয়ে তাদের স্বরচিত লেখা পড়ে শোনান।

শহীদ দিবসের র‍্যালীতে অংশগ্রহণকারী বৃন্দ।

কিশোর কিশোরীদের বুক বাইন্ডিং প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন

ঘাসফুল এন.এফ.পি.ই. স্কুল থেকে ৫ শ্রেণী পাশ করে যাওয়া ১৫জন কিশোর কিশোরীদের জন্য বুক বাইন্ডিং প্রশিক্ষন আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষন প্রাপ্ত কিশোর কিশোরীদের প্রশিক্ষণ পরবর্তী অনুশীলন করার জন্য ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারী ৩ দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ-কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ-কর্মশালা পরিচালনায় ছিলেন শিক্ষাবিভাগের সহকারী কর্মকর্তা তাসলিমা আক্তার ও আলো চক্রবর্ত্তী। প্রশিক্ষনার্থীদের বুক বাইন্ডিং করতে যে সব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারনা দেয়া হলো। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীগণ কাগজ গোনা, কাগজ কাটা, ক্রাফ কাগজ মাপ দিয়ে কাটা, বোর্ড বাইন্ডিং এর মাপ অনুযায়ী সালু কাপড় কাটা ইত্যাদি বিষয়গুলো অনুশীলন করে।

বুক বাইন্ডিং প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীবৃন্দ

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক ক্ষুদ্রঋণ *(৩য় পৃষ্ঠার পর)*

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি ঘাসফুলও "জাতিসংঘ ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫" উদ্‌যাপন এর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যা অচিরেই বাস্তবায়ন করা হবে। ঘাসফুল মনে করে এই মুহূর্তে সব চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হলো বর্তমানে সকল ক্ষুদ্রপুঁজি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা প্রনয়ন করা। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণরের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি এ প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত পর্বে নিয়ে এসেছেন। আমরা আশা করি এর ফলে ক্ষুদ্রপুঁজির সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

গত ১৫ জানুয়ারী ডঃ মুহাম্মদ ইউনুছ জাতিসংঘ ক্ষুদ্রঋণ বর্ষ ২০০৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেছেন : আজকের এই অনুষ্ঠানে বড় অভিনন্দন যাদের প্রাপ্য তারা হলেন বাংলাদেশের এক কোটি দরিদ্র মহিলা। এরা সব ভয় ভীতি সংস্কার উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছেন সংসারের উন্নতি আনার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। এদের নিষ্ঠা ও সাফল্যের কারণে আজ বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানুষ চিনছে। বাংলাদেশকে সম্মান করছে। তারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছে, আমরা পরিব হতে পারি, কিন্তু আমরা সংগ্রামী।

জাতিসংঘ মহাসচিবের উক্তি :

"The great challenge before us is to address the constraints that exclude people from full participation in the financial sector. The international Year of Micro credit offers a pivotal opportunity for the international community to engage in a shared commitment to meet this challenge. Together, we can and *must build inclusive financial sectors that* help people improve their lives."

আমরা আশা করি সরকার এ বিষয়ে অব্যাহত সমর্থন দান করবেন। সরকার, ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন মূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ সর্বপরি বাংলাদেশের অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠিত সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমে দারিদ্র সীমার মাত্রা অর্ধেকে নামিয়ে আনার মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্য (MDGs) অর্জনের আমাদের সাথে এক যোগে কাজ করে যাবে।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট, International Year of Micro credit 2005, দৈনিক ইত্তেফাক ১৫ই জানুয়ারী ২০০৫।

ঘাসফুলের উদ্যোগে শুরু হচ্ছে নতুন ১০টি বেসিক সার্কেল

ঘাসফুল আগামী এপ্রিল থেকে নতুন ১০টি বেসিক সার্কেল উদ্বোধন করতে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে গত ১২-১৫ মার্চ পর্যন্ত নবনিযুক্ত সহায়কদের পি.আর.এ. এবং ব্যাকম্যাউন্ড স্টাডি ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। ট্রেনিং উদ্বোধন করেন অর্থ ও প্রশাসন বিভাগ প্রধান মফিজুর রহমান। এছাড়াও গত ১৯-২০ মার্চ পর্যন্ত এসব সার্কেলের কর্মএলাকায় সমাজ বিশ্লেষণ করা হয়। মূলতঃ এলাকার সার্বিক তথ্য তুলে আনাই এ সমাজ বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য।

ব্যাক-গ্রাউন্ড স্টাডিতে অংশগ্রহণকারী সার্কেল সদস্যগণ।

সেবাখাত উদারীকরণ ও বাংলাদেশ (৮ম পৃষ্ঠার পর)

দেশাত্ববোধ জাগরণের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মেরিন ইঞ্জিনিয়ার কাজী আশরাফ চট্টগ্রাম বন্দর, চট্টগ্রাম ওয়াসা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এবং প্রাকৃতিক গ্যাস বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

সভায় বিভিন্ন পেশার নেতৃবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে সেবাখাতে বাণিজ্য উদারীকরণের অংশ হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, নরওয়ে, মালয়েশিয়া, হংকং, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ও শ্রীলংকা এই দেশগুলিকে বাংলাদেশের ব্যবসা, কম্পিউটার, নির্মাণ ও প্রকৌশল, খাবার পানি, আবর্জনা পরিস্কার, ব্যাংক-বীমা, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহন, বন্দর, হোটেল-রেস্টুরেন্ট-ক্যাটারিং, ইন্টারনেট, অবকাঠামো, বিজ্ঞাপন, মুদ্রণ, চলচ্চিত্র ও ভিডিও, বিনোদন ও জাহাজ ভাঙ্গাসহ বিভিন্নখাতে তাদের কোম্পানীর জন্য অবাধ বাজার প্রবেশাধিকার দিলে বাংলাদেশের সেবা সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং পেশাজীবিরা তাদের কর্ম সংস্থান হারাবে। মোড-৪ এর উসিলায় ইউরোপিয় ইউনিয়ন এর মত উন্নত দেশগুলোও বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশে তাদের দেশের শ্রমিক ও পেশাজীবি রপ্তানী করবে। ফলে বিদেশী বিনিয়োগের কোন সুফল এদেশের জনগণ ভোগ করতে পারবেনা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি, নিষ্কাশন, বিদ্যুৎ ইত্যাদিব মতো অত্যাবশ্যকীয় সেবা সমূহ প্রদান করা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব এবং নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার সুতরাং আভ্যন্তরীন সেবা খাত কার্যকর ও সবল না হওয়া পর্যন্ত সেবাখাতসমূহের উদারীকরণ আত্মঘাতী পরিণাম হবে বলে সভায় অংশগ্রহণকারীগণ মত ব্যক্ত করেন।

ঘাসফুলের ইএসপি শিক্ষার্থীরা ভর্তি হল সরকারী স্কুলে

পটিয়ায় ঘাসফুল পরিচালিত এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম (ইএসপি) এর অধীনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স সম্পন্নকারী মোট ১৪০ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ব্র্যাকের আর্থিক সহায়তায় পটিয়াতে ঘাসফুল ১৫টি ইএসপি স্কুল পরিচালনা করছে। ব্র্যাক কারিকুলাম অনুযায়ী গত বছর ৩য় শ্রেণীর ইএসপি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করেছে ঘাসফুলের ৫টি ইএসপি স্কুলের মোট ১৫০ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে মোট ১৪০ জন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে সক্ষম হয়েছে। বাকী শিক্ষার্থীরা পারিবারিক সমস্যার কারণে ভর্তি হতে পারেনি। যেসব স্কুলে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছে তার মধ্যে লাখেরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, শ্রীপকালার মোড়ল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, দৌলতিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন মদ্রাসা উল্লেখযোগ্য। উপজেলা শিক্ষা অফিসের সহযোগিতায় ভর্তিকৃত এসব শিক্ষার্থীরা নতুন বই পেয়েছে বলে জানা গেছে।

ঘাসফুল এন.এফ.পি.ই. স্কুল শিক্ষিকাদের ২য় ও ৩য় শ্রেণীর মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

গত ২২-২৮ ফেব্রুয়ারী ঘাসফুল পরিচালিত এন.এফ.পি.ই. স্কুল শিক্ষিকাদের ২য় ও ৩য় শ্রেণীর ৬দিন ব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা ছিল ১৩ জন। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে প্রশিক্ষনার্থীরা পাঠ দানের পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের সহজতর কৌশলগুলো জেনে পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন এটাই ছিল মূল ও প্রশিক্ষনের মূল লক্ষ্য। প্রশিক্ষন পরিচালনায় ছিলেন শিক্ষাবিভাগের সহকারী কর্মকর্তা আলো চক্রবর্ত্তী। ৬দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষনটি ঘাসফুল ট্রেনিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

NFPE স্কুলের শিক্ষিকাদের বেসিক ট্রেনিং। ছবি: জেব্রু

শামসুন্নাহার পরাণ (৮ম পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক ডঃ এ্যাঞ্জু অলক দেওয়ারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জনাব এ জে এম নুরুদ্দীন চৌধুরী।

*এছাড়াও ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ চট্টগ্রাম সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক সমাজ সেবা ও শিশু শিক্ষায় অবদানের জন্য সম্মাননা পদকে ভূষিত হন। গত ২১ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় অডিটরিয়ামে আয়োজিত গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

GKNHRIB প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম

মাসিক সমন্বয় সভা :- গত ফেব্রুয়ারী'০৫ মাসে প্রকল্প এলকার ১০টি গ্রামকে ৪টি ভাগে ভাগ করে মাসিক মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলোতে। এতে মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় এবং বর্তমানে গ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন কমিটি সদস্যরা এবং এর প্রেক্ষিতে তাদের ভুমিকা কি হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কি হবে তা আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করেন।

আইন সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক কর্মশালা :- ২০০৫ সালে নতুন কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় ১০টি গ্রামে গঠিত নাগরিক অধিকার কমিটি ও নারী সহায়তা গ্রুপের সদস্যদের আইন এবং সালিশ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্য কর্মশালা আয়োজন করা হয়। জানুয়ারী'০৫ থেকে মার্চ'০৫ মাসের মধ্যে প্রকল্প এলাকার কোলাগাঁও গ্রামে কমিউনিটি অফিস ও লাখেরা গ্রামের কমিউনিটি অফিসে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ব্লাস্ট ইউনিট এর স্টাফ লয়ার এডভোকেট ওসমান হায়দার ফেসিলিটিটর হিসাবে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রামের কমিটির সদস্যগণ এবং প্রকল্প কর্মীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ত্রৈমাসিক মিটিং (ব্লাস্ট ইউনিটের সাথে) :- প্রকল্পের পরিকল্পনা মোতাবেক ব্লাস্ট চট্টগ্রাম ইউনিটের সমন্বয়কারী এডভোকেট রেজাউল করিম চৌধুরী, অন্যান্য কর্মকর্তা ও প্রকল্প কর্মীবৃন্দের সমন্বয়ে ত্রৈমাসিক মিটিং সম্পন্ন হয়। মিটিং-এ পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

নাটক প্রদর্শনী :- প্রকল্প এলাকার গ্রামগুলোতে পুনরায় মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা মূলক নাটক 'মানুষের পালা' ও কবিগানের আয়োজনের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সপ্তবর্ণের পরিবেশনায় লাখেরা, কোলাগাঁও ও নলান্দা গ্রামে নাটক মঞ্চস্থ হয়। পর্যায়ক্রমে প্রকল্পের অন্যান্য গ্রামগুলোতে মানুষের পালা প্রদর্শিত হবে।

উঠান বৈঠক :- ফেব্রুয়ারী মাস থেকে প্রকল্পের ১০টি গ্রামে শুরু হয়েছে উঠান বৈঠক নামে নতুন একটি কার্যক্রম। ৩০/৩৫ জন গ্রামের সাধারণ নারী-পুরুষকে নিয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যৌতুক, তালাক, বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, নারীর চলাচল, ভালবাসাপূর্ণ সংসার, সন্তান ছেলে ও মেয়ে হওয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, সালিশ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ ইত্যাদি ইস্যুতে গ্রামের নারী-পুরুষকে সচেতন করার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সেশন প্রোগ্রাম :- চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রকল্পের নির্বাচিত স্কুল ও কলেজ সমূহে মানবাধিকার শিক্ষা সেশন প্রোগ্রাম সম্পন্ন হয়। এতে অষ্টম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন।

সালিশ :- প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল সালিশ। বিগত তিন মাসে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন গ্রামগুলোতে গঠিত নাগরিক অধিকার কমিটি ও নারী সহায়তা গ্রুপের সদস্যরা মোট ১২টি সালিশ মীমাংসা করে। এছাড়া শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মোট ৬টি সালিশ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ব্লাস্ট ইউনিট, চট্টগ্রামে পাঠানো হয়।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
বর্ষ ৪
সংখ্যা ১
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৫

সেবাখাত উদারীকরণ ও বাংলাদেশ : প্রেক্ষিত গ্যাটস (GATS) এর উপর চট্টগ্রাম বিভাগীয় মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

এ্যালায়েন্স অব ফুড সভরেইন্টি ক্যাম্পেইনস (এ.এফ.এস.সি) বাংলাদেশ এর উদ্যোগে ঘাসফুল, জেজেএস-খুলনা ও এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় গত ০৩ জানুয়ারী ২০০৫, সোমবার চট্টগ্রাম চেম্বার অব্ কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর কনফারেন্স রুমে সেবাখাত উদারীকরণ ও বাংলাদেশ : প্রেক্ষিত গ্যাটস্ (GATS) এর উপর চট্টগ্রামে বিভাগীয় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী। তিনি বলেন, ঘাসফুল জে.জে.এস এবং এ্যাকশন এইডের সহযোগিতায় আয়োজিত আজকের এই মত বিনিময় সভায় উপস্থিত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণই আয়োজনকে সার্থক করে তুলবে। সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এ.এফ.এস.সি বাংলাদেশের সমন্বয়কারী জনাব এমএমার আমান। মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন এ্যাকশনএইড বাংলাদেশ এর থিম লিডার জনাব জিয়াউল হক মুক্তা। বিভিন্ন পেশাজীবিদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ জনাব শাহরিয়ার, মুদ্রণ ব্যবসায়ী বাবু সুবিমল দাশ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা তপন দত্ত, আইনজীবি দিল আফরোজ, ওয়ার্ড কমিশনার সৈয়দা রেহেনা কবীর রাণু, হাসিনা জাফর, অগ্রণী ব্যাংকে সি.বি.এ. নেতা আহমদ নবী, সিটি কর্পোরেশন সি.বি.এ. নেতা জালাল আহমদ বাহাদুর, পরিবেশ সংগঠক পলাশ, মানবাধিকার কর্মী হাসান মুহাম্মদ, জেসমিন সুলতানা পারু, মেরিন ইঞ্জিনিয়ার কাজী আশরাফ, দৈনিক সু-প্রভাত বাংলাদেশ পত্রিকার মোহাম্মদ ইদ্রিছ, দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চের হাফিজুর ইসলাম নাসির, চিটাগাং চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব নুরুল হক, প্রেসিডেন্ট জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ এছাড়া আরো বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর প্রেসিডেন্ট সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ বলেন, এই ধরণের মত বিনিময় সভার গুরুত্ব অপরিসীম। সকল পেশার মানুষকে বিষয়টির উপর সচেতন হওয়া উচিত। তাই আমাদের উচিত এর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট-জনাব নুরুল হক তার বক্তব্যে বলেন, এই ধরণের উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে। সুপ্রভাত বাংলাদেশ এর সম্পাদক জনাব ইদ্রিস বলেন, পানি সমস্যা জনগণের বাঁচা মরার সমস্যা। দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ এর প্রধান নির্বাহী জনাব হাফিজুল ইসলাম নাসির বলেন, আমাদের

মত বিনিময় সভায় চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ এর প্রেসিডেন্ট জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ। ছবি: মজুল

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

শামসুন্নাহার রহমান পরাণ সম্মাননা পদকে ভূষিত

* ঘাসফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শামসুন্নাহার রহমান পরাণ শিক্ষা, নারী উন্নয়ন ও সমাজ সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য সম্মাননা ক্রেষ্ট - ২০০৫

পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এ.জে.এম. নুরুদ্দিন চৌধুরী।

পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বিপ্লবী বিনোদ বিহারী।

পদকে ভূষিত হন। গত ১৪ জানুয়ারী সেভনা ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে "মানব কল্যাণে মেডিটেশন" শীর্ষক আলোচনা সভায় এই সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী

(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

উপদেষ্টামন্ডলী
শাহানা আনিস
ডেইজি মউদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
আনজুমান বানু লিমা

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
সাখাওয়াত হোসেন

ঘাসফুল এন.এফ.পি.ই. স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে সরকারী বই বিতরণ

গত ১০ ফেব্রুয়ারী সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য ঘাসফুল পরিচালিত এন.এফ.পি.ই. স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে ২০০৫ সালের বিনামূল্যের সরকারী বই বিতরণ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ পরিচালক জনাব ফরিদ আহমদ। ঘাসফুল কদমতলী স্কুলে সকাল ১০টায় নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডবলমুরিং থানা শিক্ষা অফিসার জহির উদ্দীন চৌধুরী, সহকারী থানা শিক্ষা অফিসার মুরশীদুল আলম, কদমতলী আলোসিঁড়ি ক্লাবের সভাপতি মো: শওকত আলী, ঘাসফুল অর্থ ও প্রশাসন বিভাগ প্রধান মফিজুর রহমান, সঞ্চয় ও ঋণ বিভাগের সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেন, স্বাস্থ্য

ঘাসফুল পরিচালিত এন.এফ.পি.ই. স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে বই বিতরণ করছেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব ফরিদ আহমদ। ছবি: জেমুল

(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

নিউ ভিশন, আলমবাগ, কাজীর দেউড়ী, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত এবং শামসুন্নাহার রহমান পরাণ কর্তৃক ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড, পশ্চিম মাদারবাড়ী, জিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ৭১৪৫১৯, ইমেইল: ghashful@spnetctg.com হতে প্রকাশিত।